২০২৩ UNCITRAL দক্ষিণ এশিয়া সম্মেলন

15ই সেপ্টেম্বর, 2023

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) যৌথভাবে আয়োজিত ২০২৩ UNCITRAL দক্ষিণ এশিয়া সম্মেলন, ভারতের প্রধান বিচারপতি ডঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ডঃ রাজকুমার রঞ্জন সিং, ভারতের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর ভেঙ্কটরামনি, UNCITRAL-এর সচিব আন্না জুবিন-ব্রেট এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞের উপস্থিতিতে UNCITRAL এবং UNCITRAL ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ইন্ডিয়া (UNCCI) উদ্বোধন করেন। সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং UNCCI-এর চেয়ার জনাব ফালি এস নরিম্যান।

UNCITRAL-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১৬ সালে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের লক্ষ্য UNCITRAL-এর সাথে ভারতের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং UNCITRAL, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, একাডেমিয়া এবং আইনি সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগকে উত্সাহিত করা।

বিদেশ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ বিনিয়োগ চুক্তি, ইউএনসিআইটিআরএএল এবং সালিশ সম্পর্কিত বিষয়গুলির সংগ্রহস্থল হিসাবে সালিশ সেল স্থাপন করেছিল। বিভাগটি বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন সম্মেলন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করেছে যা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক স্বীকৃত।

প্রধান বিচারপতি ডঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ২০১৬ সালে পূর্ববর্তী সম্মেলনে তাঁর অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে তিনি আইএসডিএস সংস্কার সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যা সেই মুহূর্তে একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন ছিল যে UNCITRAL এই বিষয়টির সমাধান করবে কিনা এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে UNCITRAL কমিশন আইএসডিএস সংস্কারসম্পর্কিত প্রথম পাঠ্যগ্রহণের সাথে এটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে এই বিষয়টি UNCITRAL-এর ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে UNCITRAL-এ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার এটি একটি উদাহরণ। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আইন উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ক্ষতিকারক বলে সমালোচিত হয়েছে এবং উল্লেখ করেছেন যে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আইনে যে কোনও নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন, যেমন একটি স্থায়ী আদালত তৈরি করা, এই উদ্বেগগুলির যথাযথভাবে বিবেচনা করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে তারা উদ্বেগের ক্ষেত্র হিসাবে থাকবে না কারণ বিনিয়োগকারী-রাষ্ট্রবিরোধনিষ্পত্তির জন্য সময়ের প্রয়োজন একটি ন্যায্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।

রাজকুমার রঞ্জন সিং উল্লেখ করেন যে UNCITRAL-এর সাথে ভারতের একটি অনন্য সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রথম ২৯ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে একটি হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে UNCITRAL-এর সদস্য। তিনি এই অঞ্চলের বৈচিত্র্য এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন।

ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর ভেঙ্কটরমানি বিনিয়োগ চুক্তি ব্যবস্থার সম্মুখীন হওয়া

ভুলগুলি এবং এটি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতের নেতৃত্বে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ল সম্পর্কিত একটি ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং একটি নতুন দিল্লি কনভেনশনের আশা প্রকাশ করেন।

UNCITRAL-এর সেক্রেটারি মিজ আন্না জুবিন-ব্রেট UNCITRAL এর ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এর স্থিতি তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট আইনবিদ এবং ইউএনসিসিআই-এর চেয়ারম্যান জনাব ফালি এস নরিম্যান উদ্বোধনী অধিবেশনটি শেষ করেন যেখানে তিনি সালিশি পক্ষপাতিত্বের বিতর্ক সহ আন্তর্জাতিক সালিশ ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়া অসুস্থতাসম্পর্কে কথা বলেন। তিনি সালিশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারক, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সারা বিশ্বের আইন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং সরকার উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের বিস্তৃত আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ডিজিটাল অর্থনীতি, এমএসএমই এবং ক্রেডিট অ্যাক্সেস, দেউলিয়াতা, বিনিয়োগকারী-রাষ্ট্র বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্কার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ এবং মধ্যস্থতার মতো বিস্তৃত বিষয়গুলিতে অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করা। সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে UNCITRAL সম্পর্কিত আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক এবং শেষ দিনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যার মধ্যে একটি অধিবেশন রয়েছে যেখানে প্যানেলিস্টরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চারটি হাইকোর্টের বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত করে ভারতকে কীভাবে সালিশের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন।

মন্ত্রকের অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ আইএসডিএসের সংস্কার এবং ভারতকে সালিশের কেন্দ্র হিসাবে প্রচার সহ UNCITRAL-এর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে, মন্ত্রক ভারতকে সালিশের কেন্দ্র হিসাবে উন্নীত করতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনে সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইনি ভ্রাতৃত্ব এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছানোর আশা করছে।

নয়া দিল্লি
15ই সেপ্টেম্বর, 2023